দৈনিক বাংলা

তারিখ 21/5/80
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বেসরকারী শিক্ষায়তনে সরকারী বেতন

বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে ১৯৭৮ সালের জুন মাসের পরে যেসব নতুন ছিক্ষককে সম্পূর্ণ নতুন পদে নিয়োগ করা হয়েছে তারা আজ পর্যন্ত জনশিক্ষা পরিচালকের দফতর থেকে দেয় সরকারী বেতন পাননি। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এই বেতন পাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনশিক্ষা পরিচালকের দফতরে যোগাযোগ করে জানা গেছে, উক্ত খাতে নাকি টাকা নেই। আরো জানা গেছে, জনশিক্ষা দফতর নাকি এ ব্যাপারে লেখালেখি করছেন। কিন্তু তার ফল আজো জানা যায়নি। সাধারণত মে মাসের মধ্যে সব টাকা বরাদ্দ শেষ হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সরকারের তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়া একান্ত প্রয়োজন। গত এগারোটি মাস শিক্ষকেরা জনশিক্ষা পরিদফতরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি এবং গচ্চা দেয়ার মতো অর্থ সরকারের হাতে থাকে। অথচ শিক্ষকদের সামান্য বর্ধিত বেতন দেয়ার মতো অর্থ তাদের হাতে থাকে না, একে দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হবে। আমরা এও শুনেছি সরকার কর্তৃক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত টাকা প্রত্যাহার করে তার বিরাট একটি অংশ অন্যখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে সরকারীভাবে স্বীকৃত বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী বেতন দেয়ার নিয়মাবলী রক্ষা করতে জনশিক্ষা পরিদফতরকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং শিক্ষকদের অবস্থা জাতির প্রতি তাদের অবদানের কথা স্মরণ রেখে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে শিক্ষক ফেডারেশনকেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনৈক অধ্যাপক,
খুলনা।